দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... APR 29 1999
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৪

পাঁচ বছরেও স্কুলটি এমপিওভুক্ত হয় নাই

রাজশাহী অফিস ।। বাসুপাড়া নিম্ন মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়টি পুটিয়া থানার সীলনাড়িয়া ইউনিয়নের অন্তর্গত পুটিয়া-তাহেরপুর ১৫ মাইল পাকা সড়কের মাঝামাঝি অবস্থিত। ষষ্ঠ হইতে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্রীর সংখ্যা ১৬৩ জন। ৫জন ডিগ্রী পাস শিক্ষক-শিক্ষিকা আছেন। এই স্কুলের দশ কিলোমিটার স্থানের মধ্যে অন্য কোন বালিকা বিদ্যালয় নাই। তাই দিনের পর দিন স্কুলটির গুরুত্ব বাড়িতেছে। ছাত্রী বেতন নেওয়া হয় না বলিয়া প্রতি বৎসরই

(৭ম পৃঃ দ্রঃ)

পাঁচ বছরেও

(৩য় পৃঃ পর)

ছাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে। স্কুলটি এখনও এমপিও ভুক্ত হয় নাই। '৯৫ সাল হইতে শিক্ষক-শিক্ষিকারা বিনাবেতনে লেখাপড়া শিখাইতেছেন। এমপিওভুক্ত হইলে বেতন হইবে এই আশায় দিন গুণিতেছেন। কিন্তু ইহা কবে হইবে কেহ বলিতে পারিতেছে না। অনেক চিঠিপত্র লেখালেখি হইতেছে। শিক্ষা বিভাগের অনেক কর্মকর্তা স্কুলটি পরিদর্শন করিয়াছেন। কিন্তু কোন কাজ হইতেছে না। বিএসসি পাস স্কুলের প্রধান শিক্ষক হতাশার সুরে বলিয়াছেন : আমাদের শক্ত খুঁটি না থাকায় এমপিওভুক্ত হইতে পারিতেছি না।

স্কুলের সভাপতি বাসুপাড়া গ্রামের আবদুল আজিজ প্রামাণিক জানান, সীলমাড়িয়া ইউনিয়নের গ্রামের সংখ্যা ৬৮। ইউনিয়নে একটিও বালিকা বিদ্যালয় নাই। বড় আশা নিয়া এই স্কুলের সভাপতি হইয়াছিলাম। ভাবিয়াছিলাম স্কুলটি এমপিওভুক্ত হইলে ধীরে ধীরে ইহাকে হাইস্কলে উন্নীত করিব। তাহা হইতেছে না। স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকা ও অন্য কর্মচারীদের শুধু আশ্বাস দিয়া রাখিতেছি। এখন তাহাদের দিকে তাকাইতে কষ্ট হয়। বেতন দিতে পারিতেছি না।

বাসুপাড়া নিম্ন মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়টি গড়িয়া উঠিয়াছে দান করা এক একর জমির উপর। ইহার পর উঠিয়াছে চাঁদা। সেই চাঁদার পরিমাণও বেশী নয়। চাঁদার টাকায় কোনভাবে টিনের চালায় কাঁচা লম্বা ঘর দাঁড় করানো হইয়াছে। সীমানা প্রাচীর বাঁশ ও চাটাই দিয়া ঘেরা। এগুলি ভাঙ্গিয়া যাইতেছে।

স্কুলের আসবাবপত্র বলিতে মাত্র কুড়ি জোড়া বেঞ্চ। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের জন্য চেয়ার-টেবিল আছে। ছাত্রীদের জন্য টয়লেট নাই। খাবার পানির ব্যবস্থা নাই। লাইব্রেরী নাই। কমন রুম নাই। মিলনায়তন নাই। ইনডোর গেমেরও ব্যবস্থা নাই।

সভাপতি জানান, ছাত্রী বেতন নির্ধারণ করিলে গরীব মানুষের মেয়েদের লেখাপড়া শিখাইতে কষ্ট হইবে।